চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবির ব্যারাক থেকে বিজিবি সদস্যের মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের ব্যারাক থেকে মো. আজিজুর রহমান নামের এক বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত আজিজুর রহমান চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) একজন নায়েক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গতকাল শনিবার দুপুর ৩টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) পরিচালক ও অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, একজন বিজিবি সদস্য আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন বলেও জানা গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করেছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) শহিদুল ইসলাম বলেন, ব্যারাকের একটি কক্ষ থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে রশি ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শুক্রবার রাতের কোনো এক সময় এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

তিনি আরও বলেন, বিজিবির পক্ষ থেকে আমাদের জানানো হয়েছে যে, নায়েক আজিজুর রহমান মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। এ কারণেই তিনি আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্ত ও তদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ঘটনার পর পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শুরু করেছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতের পাশাপাশি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নয়াহাটি গ্রামে লক্ষ্মী রানী (৫২) নামে এক মহিলার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ । শুক্রবার (৫ জুন) সকালে সদর উপজেলার সুরাট ইউনিয়নের নয়াহাটি শ্মশান ঘাটে একটি আম গাছে ঝুলে থাকা মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ভোর বেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নয়াহাটি শ্মশান ঘাট নদীর ধারে একটি আম গাছে গলায় রশি দিয়ে ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী। পরে থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে মরদেহটি উদ্ধার করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান জানান, পুলিশ খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। তিনি আরও বলেন, ময়না তদন্তের পর বলা যাবে এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা।

গাংনীতে শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামে নিজ শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধু শিমা খাতুন (২৫) নামের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের লোকজন।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শনিবার (২৩মে) গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি কাজি পাড়ার হযরত আলীর বাড়িতে।

নিহত শিমা খাতুন হযরত আলীর মেয়ে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে,শিমা খাতুন ও তার স্বামী

জিনারুল ইসলাম দুজনেই করমদি গ্রামে শিমার বাবার বাড়িতে বসবাস করতেন।

গতকাল রাতে এক সাথে খাওয়া দাওয়া শেষে শোবার ঘরে চলে যায় তারা। হঠাৎ ভোরের দিকে শিমা খাতুন কে ঘরের আড়ার সাথে ঝুঁলন্ত অবস্থায় দেখে স্বামী জিনারুল চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার শুনে শিমার পরিবারের লোকজন ঘরে মধ্যে ঢুকে শিমার ঝুঁলন্ত মরদেহটি উদ্ধার করে।

প্রতিবেশি মর্জিনা খাতুন বলেন,শিমা ও তার স্বামী জিনারুলের হেব্বি মিল। তবে শিমা আমাকে মাঝে মধ্যেই বলতো চাচি আমার রাতে ঘুম আসতে চাই না। তাই আমাকে মাঝে মধ্যেই ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে হয়। তাছাড়া শিমা খাতুনের আগের পক্ষের একটা মেয়ে আছে।

জিনারুলের সাথে শিমার বিয়ে হওয়ার আগেও শিমার আরো তিন জাইগাতে বিয়ে হয়েছিল।

নিহত শিমা খাতুনের মা হানুফা খাতুন বলেন, আমার মেয়ে জামাই ঘরে থাকে। আর আমি আমার নাতনিকে নিয়ে পাশের ঘরে থাকি।

শিমার ঘরের দরজা রাতে খোলাই থাকে। আজ ভোরে জিনারুলের চিৎকার শুনে ঘর থেকে বের হয়ে দেখি আমার শিমা ঘরের আড়ার সাথে ঝুলছে। পরে আমরা আড়া থেকে শিমাকে নামাই। আমার সব শেষ হয়ে গেলো।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই মাজহারুল ইসলাম বলেন, করমদি গ্রামে শিমা খাতুন নামের এক গৃহবধুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের লোকজন। সংবাদ পেয়ে থানা থেকে পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছেছে।

গাংনীতে বাড়ির সামনে থেকে বোমা সদৃশ বস্তু, কাফনের কাপড়

ও হুমকি চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙা হাজী পাড়ার ইউসুফ আলীর বাড়ির প্রবেশ পথ থেকে একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু, কাফনের কাপড় ও হুমকি ভরা চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনার পর থেকে স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

আজ রোববার সকাল নয়টার দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙা হাজিপাড়ার ছইমুদ্দিনের ছেলে ইউসুফ আলীর বাড়ির প্রবেশ পথ থেকে এসব উদ্ধার করা হয়।

ইউসুফ আলী বলেন, প্রতিদিনের মতো আজ ভোরে বাড়ির প্রবেশ পথে বাড়ির মেয়ে ঝাড়ু দিতে গেলে একটি পলিথিন ও কাফনের কাপড়ের সাথে একটি চিরকুট বাধা অবস্থায় পড়ে আছে দেখে আমাকে বলে। তখন আমি স্থানীয় মেম্বারকে খবর দিলে তিনি ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ খবর দেই। তারপর ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে সেগুলো উদ্ধার করে এবং চিরকুটে যা লেখা ছিলো তা পড়ে শোনাই।

চিরকুটে লেখা ছিলো ” আসমুয়ালাকুম ইউসুফ তুমি সাবধান। তুই আর তোর ছোট সন্তান মৃত্যু জন্য পস্তত হও পাঁচলক্ষ টাকা রেডি কর “।

এঘটনার পর থেকে আমি আমার পরিবার ও প্রবেশিরা চরম আতঙ্কের মধ্যে আছি।

ভবানিপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ পুলিশের উপপরিদর্শক (এস আই) আব্দুল করিম বলেন, আমরা আজ সকালে ফোন কলের মাধ্যমে খবর পাই। হাড়াভাঙা হাজিপাড়ার ইউসুফ আলীর বাড়ির প্রবেশ পথে পলিথিনে মোড়ানো একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু,কাপড়ের সাথে একটা চিরকুট বাধা অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশ হেফাজতে নিয়েছি। এবং বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করতছে কে-বা কারা এঘটনার সাথে জড়িত তাদের খুঁজে বের করতে।

গাংনীতে বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় বোমা সদৃশ একটি বস্তু ও রহস্যজনক চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার সকালে উপজেলার চর গোয়াল গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে নদীর পাড়ে একটি পরিত্যক্ত বস্তু পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। পরে সেটি কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে বোমা সদৃশ মনে হওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি দ্রুত গাংনী থানা পুলিশকে জানানো হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা সদৃশ বস্তুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। একই সঙ্গে একটি রহস্যজনক চিরকুটও উদ্ধার করা হয়, যা বস্তুটির সঙ্গে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় ছিল। নিরাপত্তাজনিত কারণে ঘটনাস্থলে সেটি খোলা হয়নি। ফলে চিরকুটে কী লেখা রয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, সংবাদ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহে তবুও থামছে না মাদক কারবার

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তঘেঁষা জেলা ঝিনাইদহে মাদক কারবারিরা দিন দিন আরো বেপরোয়া হয়ে উঠছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকলেও থামছে না ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজা ও মাদকদ্রব্যের অবাধ বেচাকেনা।

বিশেষ করে শহর ও গ্রামীণ এলাকায় গড়ে উঠেছে ছোট ছোট মাদক

বিক্রির স্পট, যা স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন, মাদকের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করছি।

জানা গেছে, জেলার কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর ও সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ও বাজার এলাকায় সক্রিয় রয়েছে মাদক কারবারিদের একটি শক্তিশালী চক্র।

ভারতীয় সীমান্তর্বর্তী উপজেলা মহেশপুরের বিভিন্ন এলাকা দিয়ে মাদক প্রবেশ করে প্রথমে গ্রামাঞ্চলে মজুদ করা হয়, পরে তা খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয় শহর ও আশপাশের এলাকায়। অভিযোগ রয়েছে, প্রভাবশালী কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তি ও প্রশাসনের অসাধু কর্মকর্তাদের ছত্রচ্ছায়ায় এসব কারবার পরিচালিত হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হঠাৎ করেই জেলা শহর ছাড়াও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মাদক কারবারিদের দৌরাত্ম চরমভাবে বেড়ে গেছে। এর মধ্যে জেলা শহরের কালিকাপুর, চাকলাপাড়া, হামদহ, আরাপপুর, পবহাটি, সদর উপজেলার সাধুহাটি, হাটগোপালপুর, খাজুরা। কালীগঞ্জের কাশিপুর, চাচড়া, শিবনগর, আড়পাড়া, ঢাকালে পাড়া, বলিদাপাড়া, সিংঙ্গী, ফয়লা, হেলাই মাস্টারপাড়া, পাইকপাড়া, চাপালী, আনন্দবাগ, খয়েরতলা। শৈলকুপার কবিরপুর, শেখপাড়া, ফুলহরি, কাচেরকোল, ভাটইবাজারসহ আশপাশের গ্রামগুলোতে দুপুর থেকে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলছে মাদক বেচাকেনা। এসব মাদক মহেশপুর সীমান্ত থেকে সড়কপথে বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে যাচ্ছে।

সূত্র জানায়, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ঝিনাইদহ জেলায় ইয়াবা, গাঁজা ও ফেনসিডিলের সরবরাহ বেড়েছে কয়েক গুণ। আগে যেসব এলাকায় মাদক লেনদেন তুলনামূলক কম ছিল, সেখানেও এখন প্রকাশ্যেই চলছে কেনাবেচা। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর বিভিন্ন এলাকার নির্দিষ্ট কিছু চায়ের দোকান, পরিত্যক্ত ভবন, খেলার মাঠ ও গ্রামের নদীর চরে মাদকসেবী ও বিক্রেতাদের আনাগোনা প্রতিনিয়ত চোখে পড়ছে। এসব জায়গাতে মাদক কেনাবেচা হচ্ছে খোলামেলা পরিবেশে, অনেকে এসব বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে ভয় পায়।

আসন্ন ঈদকে উপলক্ষে প্রশাসনের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তাদের সঙ্গে মাদক কারবারিরা যোগসাজশ করে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এ ধরণের কর্মকা- পরিচালনা করে আসছে। স্থানীয় প্রশাসন মাঝেমধ্যে নামমাত্র অভিযান চালিয়ে খুচরা বিক্রেতাদের আটক করলেও বড় বড় কারবারিরা ধরাছোঁয়ার

বাইরের থেকে যায়। এমনকি তাঁরা মোটা অংকের টাকার বিনমিয়ে থানা পুলিশকে ম্যানেজ করে।

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন , ‘আগে গোপনে মাদক বিক্রি হতো, এখন প্রকাশ্যেই চলে। সন্ধ্যার পর নির্দিষ্ট দোকান ও বাড়িতে এখন মাদকের আসর বসছে। স্কুল-কলেজপড়–য়া কিশোর ও তরুণদের একটি অংশ সহজে মাদক পেয়ে আসক্ত হয়ে পড়ছে, যা সামাজিক অবক্ষয়ের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। কেবল অভিযান পরিচালনা করে নয় সামাজিক প্রতিরোধ, পরিবারভিত্তিক সচেতনতা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার না করলে ঝিনাইদহে মাদকের বিস্তার ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়বে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদরে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।’

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক শেখ মো. হাশেম আলী বলেন, ‘আমরা মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স অবলম্বন করছি। সম্প্রতি মাদকের বেশ কয়েকটি বড় চালান জব্দ করা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কয়েকজন কারবারিকে আটক করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরো বলেন, ‘সীমান্ত দিয়ে মাদক প্রবেশ ঠেকাতে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত অভিযান জোরদার করা হয়েছে। চিহ্নিত স্পটগুলোতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।’

কোটচাঁদপুরে পুকুর থেকে কিশোরীর মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে একটি ইটভাটার পুকুর থেকে নাসিমা খাতুন
(১৪) নামের এক কিশোরীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকালে কোটচাঁদপুর পৌর কলেজ এলাকার ইকো ব্রিকসের পুকুর থেকে ওই কিশোরীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নাসিমা খাতুন উপজেলার সলেমানপুর গ্রামের মৃত নাজমুল মীরের মেয়ে।

স্থানীয়রা জানান, কোটচাঁদপুর-কালীগঞ্জ সড়কের ইকো ব্রিকসের পুকুরে এক কিশোরীর মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয় আশপাশের

লোকজন। খবর পেয়ে স্বজনরা এসে পরিচয় শনাক্ত করলে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নিহতের স্বজনরা জানান, বুধবার সকালে বান্ধবীদের সাথে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয় নাসিমা। এরপর আর বাড়ি ফেরেনি সে।

কোটচাঁদপুর মডেলা থানার ওসি আসাদউজ্জামান বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

গাংনীতে শয়নকক্ষ থেকে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে নিজ শয়নকক্ষ থেকে তাজমিরা খাতুন
(২০) নামের এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল পশ্চিমপাড়ার আবু হুরায়রার বাড়িতে। নিহত তাজমিরা খাতুন আবু হুরায়রার মেয়ে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তাজমিরা খাতুন বেশ কয়েক বছর ধরে মানসিক বিষণ্নতায় ভুগছিলেন। এ কারণে তার দাম্পত্য জীবনেও ভাঙন দেখা দেয় এবং স্বামীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে।

প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শেষে তিনি নিজ শোবার ঘরে ঘুমাতে যান।

পরদিন সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ঘুম থেকে না ওঠায় পরিবারের সদস্যরা তাকে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ঘরের দরজা না খোলায় স্থানীয়দের সহায়তায় দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করা হয়। এ সময় ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাজমিরাকে দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) শ্যামা পদ বলেন, তেরাইল পশ্চিমপাড়ায় তাজমিরা খাতুন নামের এক নারী ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন এমন খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।

দর্শনায় নিখোঁজের একদিন পর নর্দমা থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় নিখোঁজের একদিন পর নর্দমা থেকে উদ্ধার হলো মাহিন (৫) নামে এক শিশুর মরদেহ। আজ সোমবার সকাল ৭ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সে ওই গ্রামের মামুন আলীর ছেলে।

স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য ইউনুস আলী জানান, রবিবার (১২ এপ্রিল) দুপুর থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছিলো না।

আজ সোমবার সকালে বাড়ির পাশের নর্দমায় পানিতে মাহিনকে ভাসতে দেখা যায়। পরে পরিবারের লোকজন নর্দমা থেকে মাহিনের মরদেহ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,আমরা পুলিশ পাঠেয়েছি ঘটনা তদন্ত পৃর্বক ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে প্রতারণার টাকাসহ হারানো ৫৭ মোবাইল উদ্ধার

ঝিনাইদহ জেলা পুলিশের আইসিটি অ্যান্ড মিডিয়া (সাইবার সেল) শাখা তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় হারানো ৫৭টি মোবাইল ফোন এবং বিকাশ প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া ৬৩ হাজার ৫৪২ টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের নিকট হস্তান্তর করেছে।

শনিবার (১১ এপ্রিল) সকালে ঝিনাইদহ পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভুক্তভোগীদের হাতে এসব মোবাইল ও অর্থ তুলে দেন পুলিশ সুপার মো. মাহফুজ আফজাল।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত মার্চ মাসে জেলার বিভিন্ন থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) এবং সাইবার সেলে আসা অভিযোগের ভিত্তিতে কাজ শুরু করে সাইবার ইনভেস্টিগেশন সেল। তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হারানো ও চুরি হওয়া ৫৭টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়। একইসাথে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হওয়া গ্রাহকদের ৬৩,৫৪২ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাহ হোসেনসহ জেলা পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল বলেন, এ ধরনের উদ্ধার কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং আমরা সব সময় জনগণের পাশে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।